দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 19 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১৪ ... কলাম ... ৬

নকলে সহযোগিতার দায়ে শিক্ষক ও সহযোগীর জেল

■ শেরপুর প্রতিনিধি

শেরপুরের অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. মোমিনুল ইসলাম গত মঙ্গলবার নকলে সহযোগিতার দায়ে এক শিক্ষককে তিন বছর ও তার সহযোগীকে দুই বছরের কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন।

মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণে জানা যায়, ২০১২ সালের ২৯ জুন শেরপুর সরকারি ভিক্টোরিয়া একাডেমি কেন্দ্রের বাউবি এসএসসি পরীক্ষার্থী আয়শা খাতুনকে নিজ বাসায় বসিয়ে উত্তরপত্র লেখার সুযোগ দেওয়ায় জিকে পাইলট হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ইয়াকুব আলীসহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করে ডিবি পুলিশ। এ ঘটনায় ডিবির উপ-পরিদর্শক মিঠু মিয়া সদর থানায় দায়ের করা মামলার তদন্ত শেষে পাঁচজনের নামে চার্জশিট দেয়। আদালত একজনকে চার্জ থেকে অব্যাহতি দিয়ে চারজনের বিচার শুরু করেন।

বিচারান্তে, বিজ্ঞ আদালত ওই পরীক্ষার্থীসহ দুইজনকে বেকসুর খালাস দিয়ে শিক্ষক ইয়াকুব আলীকে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ এবং তার সহযোগী লাল মিয়াকে দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও দুই হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক মাসের সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন। এই মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ছিলেন এপিপি দীপক কুমার ও আসামি পক্ষের আইনজীবী ছিলেন নারায়ণ চন্দ্র হোড় রায়।